ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 145 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৫ ● কলকাতা ● ১৫ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ৩০ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিজেপির দরজা বন্ধ, সতর্ক আরএসএসও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার মসনদে এখন বিজেপি সরকার। এরপরেই তৃণমূলে 'বিদ্রোহ'! দল ছাড়ার হিড়িক। বন্ধ বিজেপির দরজা। সতর্ক রয়েছে আরএসএসও। এই অবস্থায় কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) অর্থাৎ কেপিপি-তে নাম লেখাতে শুরু করেছেন উত্তরের বিভিন্ন জেলার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। পৃথক রাজ্য ও ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সরব হচ্ছেন তারাও।এবার বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরের সমতলের ছয় জেলায় ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। মালদহ থেকে কোচবিহার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং কথা দিয়ে না-রাখার অভিযোগ তুলে প্রচারও করেছে দল। রাজ্যে পালাবদলের পর পৃথক কামতাপুর রাজ্য এবং ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতেই অনড় রয়েছে কেপিপি। দলের জলপাইগুড়ি জেলার নেতা বিশ্বনাথ রায় জানান, নতুন যারা দলে আসছেন তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, "পৃথক রাজ্য ও ভাষা স্বীকৃতির দাবি পূরণ ও শান্তি চুক্তির আশ্বাস দিয়ে কেএলও চিফ জীবন সিংহকে আত্মসমর্পণ করানোর পর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেন্দ্রের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 304

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি শুধু এই জন্মের কথা বলছেন না পরের জন্মের... কারণ এখানে তো অনেকদিন থেকে কোন মানুষকে দেখিনি পর্যন্ত। গুরুদেব কথা খুব গভীরতার সঙ্গে বলতেন আর আমি ঐ গভীরতাকে বুঝতেই পারছিলাম না। এরকম লাগল, যখন কিছু বোঝা না যায় তখন নিজের গুরুশক্তিপুঞ্জের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণের ভাবই শ্রেষ্ঠ কাজ।

ক্রমশঃ

দিনের আলোয় গোপীবল্লভপুরে হাসপাতালের সামনে এক ব্যক্তিকে গুলি, এলাকায় চাঞ্চল্য

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে ফের দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে হাসপাতালের সামনে প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রোডে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন আকুল সেনাপতি (৪৭) নামে এক ব্যক্তি। তিনি পেশায় কৃষক বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন স্ত্রী সাবিত্রী খামরি সেনাপতিকে আনতে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন আকুলবাবু। তাঁর স্ত্রী আশাকর্মী হিসেবে কর্মরত। অভিযোগ, সেই খবর আগে থেকেই জানত আততায়ীরা। হাসপাতালের সামনে বাইক নিয়ে ওত পেতে ছিল দুই দুষ্কৃতী।

আকুল সেনাপতি হাসপাতালের সামনে পৌঁছতেই আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর বুকের ডান দিকের বগলের কাছে লাগে বলে জানা গিয়েছে। গুলির শব্দে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

ঘটনার খবর পেয়ে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ এবং ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

দিনদুপুরে হাসপাতালের মতো ব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্যে গুলিচালনার ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি।

ঘণ্টা খানেকের ঝড়ে ৭ মৃত্যু বাংলায়, ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার দুপুরের রাজ্যে ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী-ঝড়বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭ জনের। মৃতদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, মৃতদের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই আজ ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা-সহ বেশিরভাগ জেলাতে কালবৈশাখীর ঝড়। সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি। জেলাতেও একাধিক জায়গায় একাধিক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। সরকারি সূত্রে এদিন মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে আহতদেরও। তবে তাঁদের কত টাকা দেওয়া হবে, সেটা এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

কৃষিজমি দখল করার অভিযোগ, মাছের ভেড়ি তৈরি করেন মানস ভুঁইয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে এখন বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে। আর সরকার গঠনের পর গত সরকারের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের নামে নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। আর সেইসব অভিযোগ সামনে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য-রাজনীতি। এবার রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ উঠল।এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানার রামভদ্রপুর গ্রামের কৃষকরা আজ, শুক্রবার জমি ফেরতের আশায় সোজা পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাঁথির বাসভবন 'শান্তিকুঞ্জ'র সামনে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সরাসরি অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া। কৃষকদের এখন অভিযোগ, ২০২১ সাল থেকে নিজেদের জমি ফেরত চাইতে গেলে তাঁদের থানায় ডেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সাদা কাগজে জোর করে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এমনকী তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দেওয়া হয়েছিল।কৃষিজমি দখল করে মাছের ভেড়ি তৈরি করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মানস ভুঁইয়া।

এদিকে এই অভিযোগ উঠতেই সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিজেপির দরজা বন্ধ, সতর্ক আরএসএসও

বিজেপি সরকার। এবার রাজ্যে পালাবদল হয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হয়েছে। আর কোনও বাধা নেই। চিকেনস নেকের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য ঘোষণা করা উচিত।''যদিও কেপিপি-র তরফে রীতিমতো শিবির করে শুধুমাত্র দুর্নীতির অভিযোগের বাইরে থাকা তৃণমূলের বাছাই করা কর্মীদেরই সদস্য করা হচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে তৃণমূল নেতাদের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে তারাই এখন পালিয়ে থাকার জায়গা খুঁজছেন। দলের মাঝারি নেতা থেকে নিচুতলার সাধারণ কর্মীরাও স্বেচ্ছা ঘরবন্দি হয়েছেন। কয়েকদিন আগেও হুমকি দিয়ে বেড়ানো দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জেলা অথবা ব্লক স্তরের নেতাদের দুর্দিনে পাশে না-পেয়ে তৃণমূলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকেরা রীতিমতো দিশাহারা। ভোটের ফলাফল বের হতে অনেকে গেরুয়া আবির মেখে দলের জার্সি পালটে ফেলার চেষ্টা করছেন ঠিকই কিন্তু লাভ হয়নি। অভিযোগ, বিজেপি নেতাদের সঙ্গে গোপনে ফোনে কথাও বলছেন কিছু তৃণমূল নেতা। কিন্তু ডাল গলেনি! উলটে পদ হারানোর ভয়ে মাঝারি, ছোট বিজেপি নেতৃত্ব 'ঝামেলা' এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তাই গেরুয়া শিবিরের রুদ্ধ দুয়ার কিছুতেই খুলছে না।

ওই পরিস্থিতিতে উত্তরের গ্রামীণ এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা কেপিপি-র দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ এলাকায় কেপিপি নেতৃত্বকে প্রায় প্রতিদিন দল বদলের সভা করতে হচ্ছে। তবে এখানেও যেসব তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং দাদাগিরির অভিযোগ রয়েছে তাদের ঠাঁই মিলছে না। কামতাপুর পিপলস পার্টির (ইউনাইটেড) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল রায় জানান, প্রতিদিন কেপিপিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রচুর ফোন আসছে। তাদের মধ্যে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সাধারণ সদস্য আছেন। প্রত্যেকে দলের সদস্য হতে চাইছেন। কিন্তু এভাবে দলের সদস্য করা সম্ভব নয়। তাই ওদের দলের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আসতে বলা হচ্ছে।

উত্তরের গ্রামীণ এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা কেপিপি-র দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ এলাকায় কেপিপি নেতৃত্বকে প্রায় প্রতিদিন দল বদলের সভা করতে হচ্ছে। তবে এখানেও যেসব তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং দাদাগিরির অভিযোগ রয়েছে তাদের ঠাঁই মিলছে না।

নিখিলবাবু বলেন, "প্রায় প্রতিদিন যোগদান সভা হচ্ছে। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে তৃণমূলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের দলে নেওয়া হচ্ছে। যে তৃণমূল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ রয়েছে তাদের এড়িয়ে চলা হচ্ছে।" এখানেই বিপাকে পড়েছেন বেশিরভাগ তৃণমূল নেতা। অনুগামীরা কেপিপি-র ঝান্ডা হাতে পেলেও দুর্নীতিবাজ নেতারা ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়। কর্মফল ভোগের নিদানও শুনতে হচ্ছে।

(২ পাতার পর)

ঘণ্টা খানেকের ঝড়ে ৭ মৃত্যু বাংলায়, ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন শুভেন্দু

দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, শুক্রবার বেলা আড়াইটে নাগাদ দমদমে এবং কলকাতায় ২:৪৫ মিনিটে জোড়া কালবৈশাখী হয়। দমদমে কালবৈশাখীর গতিবেগ ছিল ৭৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। কলকাতায় কালবৈশাখীর গতিবেগ ছিল ৪৪ কিলোমিটার। ২ মিনিট প্রায় ৮৮ কিমি/ঘণ্টায় চলেছে ঝড়ের তাণ্ডব। শহরের একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে। তারই মধ্যে প্রিন্সেপ ঘাটে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। প্রিন্সেপ ঘাটে গাছ পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। চক্ররেলের ওভারহেডের ওপর গাছ পড়ে আগুন লেগে যায়। সল্টলেক-সহ কলকাতা, শহরতলির একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে। প্রিন্সেপ ঘাটে গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় এক জনের।

(২ পাতার পর)

কৃষিজমি দখল করার অভিযোগ, মাছের ভেড়ি তৈরি করেন মানস ভুঁইয়া

মানস ভুঁইয়া। সেখানে প্রাক্তন সেচমন্ত্রী জানান, তিনি শেখ শাহজাহান নন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণ হলে প্রকাশ্যে দু'হাজার বার কান ধরে ওঠবস করবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এই ঘটনার পুনরায় তদন্ত করারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে একটি গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, জোর করে কৃষিজমি হস্তগত করেন মানস ভুঁইয়া এবং সেখানে মাছের ভেড়ি তৈরি করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ, তাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তখন আদালত জমি ফেরতের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রশাসন আদালতের সেই রায় মানছে না।

অন্যদিকে এইসব অভিযোগ সামনে আসতেই মানস ভুঁইয়ার সাফাই, রামভদ্রপুর এলাকার ওই জলাজমি নিয়ে গ্রামেরই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ ছিল। একপক্ষ চেয়েছিলেন মাছের ভেড়ি করতে, অন্যপক্ষ সেখানে চাষ করতে চেয়েছিলেন। সিপিএমের নেতৃত্বেই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সব পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয়টি সম্পূর্ণ মিটে যায়। এই বিষয়ে আদালতেরও নির্দেশ রয়েছে এবং মামলার চূড়ান্ত রায়দানওহয়ে গিয়েছে। এই সমগ্র বিষয়ের সঙ্গে তিনি বা তাঁর দল কোনওভাবেই জড়িত নন। এখনকার মুখ্যমন্ত্রীও জানেন যে তিনি এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল নিউ ইয়র্কে উচ্চপর্যায়ে বৈশ্বিক নেতৃত্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ বৈঠক করলেন

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল, ২৮ মে নিউ ইয়র্ক শহরে অবস্থান কালে মার্কিন শীর্ষস্তরীয় ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তার এই সফরকালে মন্ত্রী কার্লাইল গ্রুপের সিইও শ্রী হার্ভি শোয়ার্টজ; মরগ্যান স্ট্যানলির চেয়ারম্যান ও সিইও শ্রী টেড পিক; ওয়ারবার্গ পিনকাসের চেয়ারম্যান শ্রী চার্লস কে; অ্যামনিয়াল ফার্মাসিউটিক্যালসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও শ্রী চিন্টু প্যাটেল; এবং মাস্টারকার্ডের সিইও শ্রী মাইকেল মিয়েবাখের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল ভারত-মার্কিন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করা, ভারতে বৈশ্বিক ব্যবসা ক্ষেত্রের জন্য সুযোগ সম্প্রসারণ করা, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতার প্রসার এবং আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট, উৎপাদন, উদ্ভাবন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উদীয়মান প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বৈশ্বিক বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে ভারতের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণীয়তার বিষয়টিও তুলে ধরাও ছিল আলোচনার লক্ষ্য।

ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বিনিয়োগ ও বাণিজ্য জগতের ৫০ জনেরও বেশি প্রথমসারির শিল্পপতি ভাষণ দেন। উদীয়মান বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে মতবিনিময় হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক আস্থার ওপর আলোচনায় জোর দেওয়া হয়। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শিল্পক্ষেত্র-ভিত্তিক সহযোগিতার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(কুড়িতম পর্ব)

নিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিশ্ব মাঝার এ পূজিত হয়েছিল মনসা দেবী,স্মৃতি আজও গ্রাম বাংলার মনসা মঙ্গল যাত্রা পালাতে দেখা যায়।ছোটবেলার গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে মনসা দেবী সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলাম তা আমি আজ আমার কলমে লিপিবদ্ধ করে এই লেখাটি ইতিবৃত্ত করতে চাইছে ।শিব বলেন, যদি চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা দিতে রাজী হয়, তবে দুনিয়ায় মনসার পূজার প্রচলন হবে। শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগর তুচ্ছ নারীকে পূজা দিতে রাজী হন না। উল্টা মনসাকে লাঠি নিয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬ প্রকাশ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক আজ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬ প্রকাশ করেছে। ২০২৩-২৪ সময়কালে এই সমীক্ষা করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। দেশের ৭১৫টি জেলায় ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার পরিবারে এই সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে দেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নজরে এসেছে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন হয়েছে। ৯৫.৯ শতাংশ গর্ভবতী মহিলাকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে এই হার ছিল ৮৮.৬ শতাংশ। এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯০.৬ শতাংশ। প্রসবের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় পুরো প্রক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে আগের থেকে অনেক বেশি। আগে এই হার ছিল ৮৯.৪ শতাংশ। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৩ শতাংশ হয়েছে। মায়েদের পুষ্টির বিষয়টিতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নজরে এসেছে। গর্ভাবস্থায় ১০০ দিন বা তার বেশি সময়কালে আয়রন ফলিক সাপ্লিমেন্ট পাচ্ছেন ৫৪.৯ শতাংশ। আগে এই হার ছিল ৪৪.১ শতাংশ। অন্যদিকে, গর্ভাবস্থায় ১৮০ দিন বা তার

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় । ব্রহ্মা তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । শনিদেবের ক্রোধের ফলে মানুষকে একদম নিস্তেজ করে দেয়, শনিদেবের নিজের ভাইয়ের উপর পড়েছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মমতার আমলে অনুপ্রবেশ, এখন নিজেরাই ফিরছে', বাংলার বিজেপির সরকারের প্রশংসা অমিত শাহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করতে ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-এর হাতে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে নবগঠিত রাজ্য সরকারের এই দ্রুত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়.প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই কাজই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

অমিত শাহ বলেন, "আমরা নির্বাচনের সময় বলেছিলাম আপনারা আমাদের ক্ষমতা আনুন তাহলে আমরা বাংলাদেশ সীমানায় ফেন্সিংয়ের কাজ কিছু দিনের মধ্যে শুরু করব। আর আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানাবো যে, সাত দিনের মধ্যেই ৬০০ হেক্টর জমি বিএসএফের হাতে দিয়ে দিয়েছেন ফেন্সিংয়ের জন্য। চিকেন নেকেরও ১২১ হেক্টর জমি ভারত সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এছাড়াও প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলে যেভাবে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় ঢুকত তারও সমালোচনা করেন অমিত শাহ। তবে বিজেপি সরকার আসতেই তারা নিজে থেকে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন বলেও জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেন, "আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকাকেক সময় প্রতিদিন অনুপ্রবেশকারীর এদেশে প্রবেশ করত, আর এখন বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে অনুপ্রবেশকারীরে নিজে থেকেই ফেরত চলে যাচ্ছে।"এর পাশাপাশি অমিত শাহ বলেন,"শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ক্যাম্প বানিয়েছে কিন্তু আমরা চাই অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত চলে যাক। ওরা নিজে থেকে চলে গেলে বাংলার সরকারও তাদের উপর কোনও কেস করবে না এবং যাওয়ার জন্য তাদের সহায়তাও করবে। আর আমি আশা করি অনুপ্রবেশকারী খোঁজার অভিযান চালানোর আগেই বেশিরভাগ লোক নিজে থেকেই ফেরত চলে যাবে।"

(৪ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬ প্রকাশ করেছে

বেশি সময়কালে আয়রন ফলিক অ্যাসিডের সাপ্লিমেন্ট এখন পাচ্ছেন ৩৭.৮ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা।

জননী সুরক্ষা যোজনা, জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান, সুরক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা-২.০-র মতো কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর জন্মের পর মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের বিষয়ে যথাযথ নজর রাখা হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত উদ্যোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। মা ও শিশুর কল্যাণের দিকটি বিবেচনা করে বর্তমানে ৬৯.১ শতাংশ পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগে সামিল হয়েছে। আগে এই হার ছিল ৬৬.৭ শতাংশ। 'মিশন পরিবার বিকাশ' সহ জাতীয় স্তরের বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচির কারণেই এই অগ্রগতি।

ভারতে সর্বজনীন টিকাকরণের সাফল্যও নজরকাড়া। ১২-২৩ মাসের শিশুদের ক্ষেত্রে সবরকমের টিকাকরণের হার ৮৩.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭.১ শতাংশ হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ৯৫.৬ শতাংশ শিশু এই টিকা গ্রহণ করায় সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে ৬ মাসের কম বয়সী ৯৫.৬ শতাংশ শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। তিন বছর পর্যন্ত শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৪১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০.১ শতাংশ হয়েছে। বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম, এ ধরনের শিশুর সংখ্যা ৩৫.৫ শতাংশ থেকে কমে ২৯.৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চতার নিরিখে রোগা শিশুর হারও ৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ৫.২ শতাংশ হয়েছে। পোষণ অভিযান, সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির কারণেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৭.২ শতাংশ পরিবার এসেছে। আগে ৪১ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যবিমা করত। আয়ুষ্মান ভারত – প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের কারণেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬ অনুসারে, মহিলারা এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজ করছেন এবং তাঁদের আর্থিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। বর্তমানে ৬৪.৩ শতাংশ মহিলা ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেন। আগে এই হার ছিল ৩৩.৩ শতাংশ। বর্তমানে ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে এরকম মহিলার সংখ্যা ৭৮.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯ শতাংশ হয়েছে। আগে, ৫৩.৯ শতাংশ মহিলা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন। এই হার এখন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় মেন্সট্রুয়াল হাইজিন স্কিমের মতো উদ্যোগের কারণে ১৫-২৪ বছর বয়সী কিশোরী ও তরুণীদের ঋতুকালীন সুরক্ষার হার ৭৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৯.২ শতাংশে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনার আওতায় ব্যয়সাশ্রয়ী মূল্যে এখন স্যানিটারি বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

কানাডা-ভারত বাণিজ্য বিনিয়োগ মঞ্চের সূচনা উভয় দেশের যৌথ বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কানাডা এবং ভারত দুদেশের মধ্যে ব্যবসা ও বর্ধিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং কানাডার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মনিন্দর সিধু দ্বিপাক্ষিক যৌথ দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছেন। এপর্যন্ত সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল নিয়ে শ্রী গোয়েলের কানাডা সফরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে দুদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করেছে। পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, বিরল ধাতু, কৃষি-খাদ্য, অত্যাধুনিক নির্মাণ, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে দুদেশের সম্পর্কের গভীরতায় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং পারস্পরিক সুবিধাদায়ক সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি (সিইপিএ)-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা দুদেশের দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছেন। এই বছরের শেষ নাগাদ দুদেশের অভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক এই চুক্তি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয়তা ব্যক্ত করেছেন। সিইপিএ-র গুরুত্বকে তুলে ধরে তাঁদের বক্তব্য বাজারের সুযোগ সম্প্রসারণ, স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল এবং দুদেশের মধ্যে আর্থিক বিকাশের পথকেও তা প্রশস্ত করবে।

উভয় মন্ত্রী কানাডা-ভারত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ফোরামের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন। দুদেশের বাণিজ্যিক নেতৃত্বকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব এবং ব্যবসায়িক সংযোগ সম্প্রসারণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তাঁরা ভারত ও কানাডার মধ্যে জনসম্পর্ক বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক গতি সঞ্চার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সহায়ক প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সংযোগ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কানাডার শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী সিধু বলেছেন, এই বছরের শেষ নাগাদ কানাডার ট্রেড মিশনের একটি দল ভারত সফর করবে। দুদেশের বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীরতা দিতে এবং ভারতীয় বাজারে কানাডার প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সক্রিয় উপস্থিতির লক্ষ্যে কানাডা যে বিশেষ উৎসাহী এতেই তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

কানাডা ও ভারত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ও উচ্চমানের বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে সম্মত হয়েছে, সেইসঙ্গে ব্যবসায়িক, উদ্ভাবক এবং দুদেশের প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীরতা দেওয়া লক্ষ্য। আগামী দিনে আলোচনার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে উভয় মন্ত্রী পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ব্যক্ত করেছেন।

বেঙ্গালুরুতে আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৈশ্বিক উপযাপন অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণণ বেঙ্গালুরুতে আজ আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৈশ্বিক উপযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিশ্ব জুড়ে শান্তি, ঐক্য, আধ্যাত্মিক চেতনার মূল্যবোধ প্রসারে এই প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, মহাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করছে এই প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা। নানা সংস্কৃতি ও নানা প্রজন্মের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট। বিশ্বের প্রায় ১৮০টি দেশে তা ছড়িয়ে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ৪৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত চেতনা এবং বিরাজমান শান্তির বাণী বাহ্যিক অন্বয় প্রতিষ্ঠায় এক সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করেছে। ভক্তির অন্তর্গত বোধ সম্পর্কে তিনি বলেন, ভক্তি হল নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা মানবতার প্রতি এক নিবেদন। আধ্যাত্মিকভাবে তা শিক্ষা দেয় অন্যর সঙ্গে ঐক্য সূত্র গড়তে এবং অর্থপূর্ণ ও পরিপূর্ণ এক জীবনযাপনের।

গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, সারা বিশ্বে বিরোধ ও অনিশ্চতায় মাঝেও তিনি মানবতার সেবায় সকলকে উৎসাহিত করেন। যে মানবতা জ্ঞান, সচেতনতা, শান্তি ও ঐক্যের মূল্যবোধে গড়া। তিনি বলেন, গুরুদেবের সাধারণ জীবন-যাপন এবং সেবা ও ভালোবাসার বাণী বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন দেখিয়েছে যে, আধ্যাত্ববাদ সামাজিক রূপান্তরে কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধ্যান এবং একাগ্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, একাগ্র মন অসাধারণ কিছু অর্জনে সক্ষম। তিনি বলেন, গুরুদেব সমাজের সামনে মডেল গড়েছেন প্রাচীন এবং আধুনিকতাকে যুব সম্প্রদায় একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারে। এরা দুইই একে অন্যর পরিপূরক।

উপ-রাষ্ট্রপতি ড্রাগমুক্ত ভারত এবং চিন্তামুক্ত যুব মন গড়ে তুলতে আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, যুবমানসের সবসময়ই আত্মসংযম এবং সদর্থক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বিশ্ব ক্ষেত্রে ভারতের বর্ধিত ভাবমূর্তি বর্তমানে ইতিহাসের এক অনন্য মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা দৃঢ়তা এবং অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে বিশ্ব ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। সভ্যতাগত জ্ঞান, যোগের গুরুত্ব, সুস্বাস্থ্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং বসুধৈব কুটুম্বকমের ওপর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের মূল্যবোধের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, একজন ব্যক্তিরও রূপান্তর এক সমগ্র পরিবারের ক্ষমতায়ণ ঘটাতে পারে এবং অবশেষে তা সমগ্র সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করতে পারে। আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে অবস্থিত গণপতি মন্দিরে উপ-রাষ্ট্রপতি পুজো দেন এবং আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনকে নিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছেন তিনি।

কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রী থাওয়ারচাঁদ গেহলট, গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ এবং দেশ-বিদেশের ভক্তরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার খবর

ভিকির জন্মদিনে ছেলে ভিহানকে নিয়ে ক্যাটরিনার আবেগঘন বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ এবার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এক বিরল ঝলক সামনে এনেছেন। স্বামী ভিকি কৌশল-এর জন্মদিন উপলক্ষে আবেগঘন এক বার্তা শেয়ার করার পাশাপাশি পরিবারের অন্তরঙ্গ কিছু মুহূর্তের ছবিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ক্যাটরিনা ভিকির জন্মদিন উদযাপনের নানা মুহূর্ত তুলে ধরেন। পোস্টে তাদের পারিবারিক জীবনের বিশেষ কিছু ছবি ছিল, যেখানে দেখা গেছে ছেলে ভিহানকেও। এতে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে, কারণ এই তারকা দম্পতি সাধারণত নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন খুব একটা প্রকাশ্যে আনেন না।

ক্যাটরিনা পোস্টের ক্যাপশনে আবেগময় কিছু কথা লেখেন। তিনি জানান, গত দুই বছরে তাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই সময়টাকে তিনি কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা, ধৈর্য ও বিশ্বাসের মাধ্যমে দেখেছেন বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি আরও লেখেন, পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এই বিশেষ দিন উদযাপন করায় মুহূর্তটি আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাদের 'ছোট্ট দেবদূত' ভিহানকে পাশে পেয়ে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ মনে করছেন বলে জানান।

পোস্টে প্রকাশিত ছবিগুলোতে ক্যাটরিনা ও ভিকির সুখী পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত ধরা পড়ে। কোথাও দু'জনকে হাসিমুখে দেখা গেছে, আবার কোথাও পরিবারের সঙ্গে নিরিবিলি সময় কাটাতে দেখা যায়।

এই পোস্টের মাধ্যমে ক্যাটরিনা ভক্তদের সামনে তাদের পারিবারিক জীবনের এক আবেগঘন ও ভালোবাসায় ভরা দিক তুলে ধরেছেন। ভক্তরাও পোস্টটিতে ভালোবাসা ও শুভকামনায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

বিয়ে করতে না চাইলে মেয়েকে বাধ্য করতে চান না কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

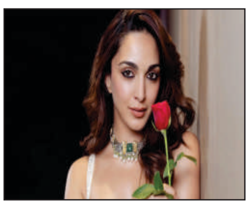

বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি তার মেয়ে সারায়াহর ভবিষ্যৎ এবং সম্পর্ক নিয়ে নিজের খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি রাজ শামানীর পডকাস্টে অংশ নিয়ে এই অভিনেত্রী জানান, বড় হয়ে তার মেয়ে কেমন জীবন বেছে নেবে, তা সম্পূর্ণ মেয়ের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করবে। কিয়ারা চান না তার মেয়ে কোনো সামাজিক বা মানসিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে বড় হোক। বর্তমানে এই অভিনেত্রীর মেয়ের বয়স ১০ মাস।

পডকাস্টে কিয়ারা জানান, তিনি কখনোই চান না তার মেয়ে মনে করুক যে তাকে কেবল একজন মানুষের সঙ্গেই প্রেম করতে হবে এবং তাকেই বিয়ে করতে হবে। তিনি তার মেয়েকে একটি স্বাধীন ও পরিপূর্ণ জীবন দিতে চান। এমনকি সারায়াহ যদি ভবিষ্যতে বিয়ে করতে না-ও চায়, মা হিসেবে কিয়ারা তাতে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

সাক্ষাৎকারে কিয়ারা বলেন, 'আমি চাই ও একটি পরিপূর্ণ জীবন দেখুক। আমি চাই না ও ভাবুক যে তাকে কেবল একজন মানুষের সঙ্গেই ডেট করতে হবে... এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ও যদি বিয়ে করতে চায়, করবে; আর যদি না করতে চায়, তবে করবে না।'

নিজের অতীত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে কিয়ারা স্বীকার করেন যে, তরুণ বয়সে তিনি যার সঙ্গেই সম্পর্কে জড়িয়েছেন, তাকেই বিয়ে করবেন বলে ভাবতেন। তবে জীবন সব সময় মনের মতো চলে না।

বর্তমান জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'জীবন আসলে ওভাবে চলে না। আর সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে জীবন ওভাবে চলেনি, কারণ ঈশ্বর আমার জীবনের চূড়ান্ত সঙ্গী হিসেবে যাকে (সিদ্ধার্থ মালহোত্রা) বেছে নিয়েছেন, তাকে নিয়ে আমি অত্যন্ত সুখী।

তবে বড় হওয়ার দিনগুলোতে আপনি যেসব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যান, সেগুলো আপনাকে কিছু না কিছু শেখায়। অবশেষে সেগুলোই আপনাকে একজন পরিপক্ক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।'

কারিনাকে বিয়ের পর রাত ১১ টার পর বাইরে থাকেন না সাইফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছোট থেকেই অভিজাত পরিবারে বড় হওয়া। যাকে বলিউডের 'নবাব' বলে ডাকা হয়। বড় পরিবারের আদব-কায়দাতেই অভ্যস্ত পতৌদি পরিবারের নবাব বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান।

আক্ষরিক অর্থেই সাইফ আলি খান বাংলার অলিখিত নবাব। বেছে বেছে কাজ করেন তিনি। অভিনেতা মনে করেন, ব্যক্তিগতজীবন ও অভিনয়জীবনের মধ্যে সমতা না থাকলে সেই কাজ করে লাভ হয় না।

১৫ মে সাইফ আলি খান অভিনীত সিরিজ 'কর্তব্য' মুক্তি পেয়েছে। তার আগে অভিনেতা বলেন, পেশাগতজীবনে অনেক ত্যাগ করেছেন তিনি, যার মূল্য দিতে হয়েছে বাস্তবজীবনে।

এ অভিনেতা বলেন, কর্মজীবন অনেকটা পর্বতারোহনের মতো। বাড়িটা হলো তার কাছে 'বেসক্যাম্প'। যেখানে খানিক জিরিয়ে নেওয়া যায় এবং ক্লান্তি দূর করা যায়। তিনি বলেন, পর্বতারোহনে খুব বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়, তা না হলে 'বেস ক্যাম্প'টা উধাও হয়ে যেতে পারে।

যদিও এর আগে সাইফ আলি খানের এ ভাবনা কখনো ছিল না। অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের সঙ্গে বিয়ে এবং দুই পুত্রসন্তানের জন্মের পর থেকেই পরিবারকে আরও বেশি সময় দিতে চান এ পতৌদির পরিবারের নবাব।

শুটিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম তিনি মানেন। কোনোভাবেই রাত ৯টা পর্যন্ত তিনি শুটিং করেন না। সাইফ বলেন, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শুটিংয়ের ধারণাটা অযৌক্তিক মনে হয়। কারণ শুটিংয়ের পর সব গোছাতে সেই সাড়ে ৯টা বেজে যায়। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ১১টা। এমন জীবন আমি চাই না বলে জানান এ অভিনেতা।

জোফরা আর্চারকে টেস্ট দলে না রাখায় ক্ষুব্ধ ভন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল শেষে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্ট ৪ জুন মাঠে গড়াতে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বেন স্টোকসকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঘোষিত দলে জোফরা আর্চারকে না রাখায় দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। আর্চার বর্তমানে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর্চারের অনুপস্থিতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে ভন বলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়বদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি চলমান দ্বন্দ্ব রয়েছে। ভন বলেন, আমি নিশ্চিত যে সে (দ্বিতীয় টেস্টের) দলে থাকবে। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে ইংলিশ ক্রিকেটে একটি সমস্যা রয়েছে, কারণ জোফরা আর্চার স্পষ্টতই পুরো আইপিএলের জন্য থেকে যাচ্ছিল।

তিনি উল্লেখ করেন, ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)-এর মধ্যে একটি বিদ্যমান ব্যবস্থা রয়েছে, যা ইংলিশ খেলোয়াড়দের আইপিএল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি দেয়।

সাবেক এই ইংলিশ অধিনায়ক বলেন, ইসিবি এবং বিসিসিআই-এর মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে, যার ফলে আমাদের সব খেলোয়াড় পুরো মেয়াদের জন্য থেকে যেতে পারছে। যদি তাই হয়, তাহলে ইংল্যান্ডের চুক্তি নিয়ে আমার আপত্তি আছে, কারণ জোফ্রাকে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে একটি আকর্ষণীয় চুক্তিতে দেখভাল করে আসছে। তাহলে এর চাবিকাঠি কার হাতে? আমি বিশ্বাস করি, যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির চেয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি।

ভন টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির চেয়ে কেন্দ্রীয় চুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মত দিয়েছেন। তার ভাষ্য, এই সব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো চমৎকার। খেলোয়াড়দের জন্য আমি এগুলোকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি মনে করি, যদি আমরা একটি টেস্ট ম্যাচের চেয়ে ঘরোয়া লিগগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করি, তাহলে আমার মতে এখন একটি বড় সমস্যা তৈরি হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইংল্যান্ডের সবসময় তাদের সম্ভাব্য সেরা একাদশ মাঠে নামানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।বোর্ডকে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, কারণ গত সপ্তাহে অনেকেই এ বিষয়ে কথা বলেছেন। আমরা মনে করি আপনি যদি দেশের হয়ে টেস্ট ম্যাচে খেলেন, তাহলে খেলোয়াড়দের দেশে ফিরে ইংল্যান্ডের হয়েই খেলা উচিত। আপনার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এটাই বলা আছে। আমি যদি ক্রিকেট পরিচালক রব কি বা কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম হতাম, আমি চাইতাম আমার সেরা বোলার লর্ডসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে খেলুক।

ফ্র্যাঞ্চাইজি বনাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক স্যার অ্যালিস্টার কুক এর আগে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিশ্রুতির আগে জ্যাকব বেথেলের কাউন্টি ক্রিকেটে ফেরা উচিত। তার মতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন দেশটির সাবেক ব্যাটসম্যান কেভিন পিটারসেন।

চলতি আসরে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলোতে আর্চারের খেলার কথা রয়েছে এবং দলটি প্লে-অফে পৌঁছালে অতিরিক্ত ম্যাচ খেলার সম্ভাবনাও আছে।

এবারের বিশ্বকাপ যেভাবে বদলে দেবে এআই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল মাঠে এবার শুধু পায়ের দক্ষতা নয়, কাজ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে ব্যবহার হবে এআই প্রযুক্তি। ফিফার প্রযুক্তি অংশীদার লেনোভোর তৈরি ফুটবল এআই প্রো সিস্টেম এই টুর্নামেন্টকে নিয়ে যাবে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায়।

কোচ ও খেলোয়াড়রা পাবেন যে সুবিধাগুলো

ফুটবল এআই প্রো সিস্টেম ফিফার শত কোটি ডেটা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ২ হাজারেরও বেশি ফুটবলসংক্রান্ত মেট্রিক্স প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। প্রেসিং, মুভমেন্ট, কৌশল ও ট্রানজিশনের মতো বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি দলের জন্য আলাদা এআই মডেল থাকবে। বিশ্লেষকরা ভিডিও ক্লিপ ও থ্রিডি অ্যাভাটারের মাধ্যমে দুই দলের খেলার ধরন তুলনা করতে পারবেন।

কোচরা দেখতে পাবেন তাদের কৌশলগত পরিবর্তন আসন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর হবে। খেলোয়াড়রা পাবেন ব্যক্তিগতকৃত ম্যাচ বিশ্লেষণ, যা মাঠে তাদের একটা বাড়তি সুবিধা দেবে। সিস্টেমটি তার ফলাফল টেক্সট ব্যাখ্যা, চার্ট বা ছোট ভিডিও ক্লিপের আকারে উপস্থাপন করে।

ধনী দলের একচেটিয়া সুবিধা কমাবে এআই

ব্যাংক অব আমেরিকা গ্লোবাল রিসার্চের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে সম্পদশালী দলগুলো ডেটা বিশ্লেষণে সুবিধা পেত। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপে এআই সেই সুবিধাকে সমান করে দেবে এবং সবাইকে একই সুযোগ দেবে।

বিশ্বকাপের প্রযুক্তিগত নতুন মাত্রা

২০২৬ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। এবার থাকছে ৪৮টি দল ও ১০৪টি ম্যাচ। খেলোয়াড়দের মাত্র এক সেকেন্ডে ডিজিটাল স্ক্যান করে সঠিক থ্রিডি ভার্সন তৈরি করা হবে, যা কৌশল বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হবে।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন মাথিস ডি লিট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিঠের ইনজুরির কারণে আসন্ন বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস দল থেকে ছিটকে গেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার মাথিস ডি লিট। ইনজুরির মাত্রা এতটাই গুরুতর যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছে। আগামী মৌসুমের আগ পর্যন্ত তিনি আর মাঠে নামতে পারছেন না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন ডি লিট, যেখানে তাকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাম্বস-আপ দেখাতে দেখা যায়। ছবির সঙ্গে তিনি লিখেছেন, “ছয় মাস ধরে চিকিৎসা নেওয়া এবং মাঠে ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পর, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারই একমাত্র বিকল্প ছিল। গত ছয় মাস আমি দলকে সাহায্য করতে পারিনি, এটা নিয়ে আমি হতাশ। আর অবশ্যই বিশ্বকাপ মিস করাটা খুব কষ্টের। তবে আমি আবার সমর্থকদের সামনে ফিরতে এবং পুরোপুরি সুস্থ অনুভব করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার অপেক্ষায় আছি।”

২৬ বছর বয়সী মাথিস ডি লিট মৌসুমের শুরুটা দারুণ করেছিলেন। তবে পরে সেটি দ্রুতই দুঃস্বপ্নের মৌসুমে পরিণত হয়। নভেম্বরের শেষ দিকে ক্রিস্টাল প্যালেসের এর বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচের পর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে রয়েছেন।

গত মাসে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ডি লিট এককভাবে অনুশীলনে ফিরেছিলেন। তবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিশ্চিত করেছে যে তিনি যে ধরনের অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তার ফলে মৌসুম এবং বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR